আলিমদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা

মূল
শাইখ আবদুল আযীয তারিফি

অনুবাদ
নাজমুল হক সাকিব

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

আলিমদের মর্যাদা

আলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

হকপন্থী আলিমদের বৈশিষ্ট্য

আলিমদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা

আলিমদের মর্যাদা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূলের প্রতি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ, আপনি দরুদ, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ করুন তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের প্রতি এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

প্রতিটি বিবেকবান মানুষ মাত্রই এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে যে, বিশ্বজগতে আল্লাহ যা কিছু কল্যাণকর বস্তু সৃষ্টি করেছেন তার ভিত্তি ও উৎস হলো ইলম। আর যা কিছু অকল্যাণকর রয়েছে তার ভিত্তি ও উৎস হলো অজ্ঞতা। তাই ইলমের কারণে তিনি আলিমদের মর্যাদাবান করেছেন এবং অজ্ঞতার কারণে মূর্খদের অপদস্থ করেছেন। দুনিয়া-আখিরাতে তিনি আলিমদের যে কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন তা সকলেরই জানা। তাই ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সকলে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং অজ্ঞতার নিকৃষ্টতার ফলে সবাই তা থেকে দূরে থাকে। ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, অজ্ঞ লোকেরাও তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

প্রতিটি সম্প্রদায়ের মাঝেই আলিমগণ মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হন।

যদিও তাঁরা না হন বংশমর্যাদায় বেশি।

যেখানেই তাঁরা অবস্থান করেন, ইলম নিয়ে বসবাস করেন।

তাই তো একজন আলিম নন কোথাও ভিনদেশি।

আলিমগণ হলেন আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ। মানুষ স্বভাবগত ভালোবাসা ও আনুগত্য নিয়ে তাঁদের সামনে অবনত হয়। এজন্য তাদের বাধ্য করতে হয় না। কারণ তারা জানে, আলিমদের নিকট সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই আল্লাহর নিকট

আলিমগণ প্রশংসিত।

ইলম ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে কোনো নেক আমল বা ইবাদাত করা সম্ভব নয়। মানুষ যা কিছু নেক আমল করে তা শুধু তার পূর্বে অর্জিত ইলমের ভিত্তিতেই করে থাকে। আগে তাকে ইলম পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। তারপর সে তা অনুযায়ী আমল করতে পারে। আর আলিমদের আল্লাহ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান দান করেছেন। এই জ্ঞান হলো আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান। আল্লাহ বলেন,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّه لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَه وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

‘আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ আলিমগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মহাপরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞার অধিকারী তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।’[১]

তাওহিদ হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তাই তার সাক্ষ্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজের জন্য আল্লাহ তাই আলিমদের ও ফেরেশতাদের নির্বাচন করলেন। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রয়োজন হয়।

দুনিয়ায় আল্লাহ অজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর আলিমদের মর্যাদা দান করেছেন। তাদের ইলমের পরিমাণ অনুযায়ী মর্যাদার স্তর নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও নবির সুন্নাহয় যখন ইলম শব্দটি উল্লেখ করা হয় তখন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শারীয়াতের ইলম। এজন্য নবি ﷺ ইরশাদ করেন,

ان العلماء ورثة الانبياء وان العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر

‘আলিমরা হলো নবিদের উত্তরাধিকারী। আর আলিমরা কোনো দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকার লাভ করে না। তারা শুধু ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করে। সুতরাং, যে তা লাভ করল সে একটি পরিপূর্ণ অংশ লাভ করল।’[২] আল্লাহ তাঁর নবিকে তাঁর নিকট ইলমের প্রবৃদ্ধি প্রার্থণা করতে আদেশ করেলেন। বললেন,

وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

[১] সুরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১৮।
[২] সুনানু আবী দাউদ, ৩৬৪; তিরমিযি, ৬২৮।

‘আপনি বলুন; হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’[৩]

শুধু ইলম ছাড়া জগতের কোনো নিয়ামাত আল্লাহ তাঁর নবিকে বেশি চাওয়ার আদেশ করেননি। এটাই ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করছে। আর মানুষ আল্লাহর নিকট বিবেচিত হবে তার ইলম ও ইলম অনুযায়ী আমলের ভিত্তিতে। আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

‘তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে তাদের আল্লাহ সুউচ্চ করে দেবেন বহু মর্যাদায়।’[৪]

সুতরাং, মানুষ আল্লাহর নিকট সম্মানিত হবে ইলমের ভিত্তিতে এবং অপমানিত হবে অজ্ঞতার ভিত্তিতে। কারণ, জগতের সকল অবাধ্যতার ও নাফরমানির মূল হলো অজ্ঞতা। আর জগতের সকল কল্যাণ ও ইবাদাতের মূল হলো ইলম।

আলিমরা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা ও সফলতার অধিকারী। তাদের প্রশংসায় আল্লাহ কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলের হাদীসেও তাঁদের ব্যাপারে অসংখ্য প্রশংসাবাণী বিদ্যমান রয়েছে।

তবে আলিমের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। নবি ﷺ বলেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

‘এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেকে পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ন্যায়পরায়ণরা।’[৫]

ইবনু আবদিল বার ﵀ বলেন, ‘এই হাদীসের ইঙ্গিত অনুযায়ী আলিমরা ন্যায়পরায়ণ। এটাই তাদের সাধারণ অবস্থা।’[৬] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀-ও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৭]

জগতের বুকে কল্যাণ প্রসারিত হবে আলিমদের মাধ্যমে। আর অকল্যাণ প্রসার লাভ করবে তাদের শূণ্যতার কারণে। যতদিন আলিমগণ থাকবেন ততদিন কল্যাণ কমে যাবে না।

আলিমদের দায়িত্ব হলো ধ্বংসের মুখ থেকে জাতিকে উদ্ধার করা। তাঁরাই দেশ

[৩] সুরা ত্ব-হা, ২০ : ১১৪।
[৪] সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১।
[৫] আল কামিল, ১৫৬।
[৬] আত-তামহিদ, ২৮।
[৭] মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ২৯৫-২৯৬।

ও জাতির ত্রাণকর্তা। জনসাধরণকে তাঁরা কল্যাণের পথে অগ্রসর করেন। তাঁরাই মানুষের আস্থার স্থল। আল্লাহ তাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন,

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

'তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের ভূমিকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে?'[৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

'তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের ভূমিকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হ্রাস করে আনছি। আর আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালাকে অতিক্রম করার কেউ নেই। আর তিনি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।'[৯]

نقصان الارض 'ভূমিকে হ্রাস করে দেয়া' এর তাফসীরে বহু মুফাসসির এই ব্যাখা করেছেন যে, আলিম ও ফকীহদের শূণ্যতা তৈরি হলে ভূমি হ্রাস পায়। আতা ইবনু আবী রবাহ ﵀ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'ভূমি হ্রাস পাওয়া মানে হলো ফকীহ ও উত্তম মানুষরা চলে যাওয়া।'[১০] ইবনু আবদিল বার ﵀ বলেন, 'এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আতা ﵀-এর ব্যখ্যাটি খুবই চমৎকার। আলিমগণ তাঁর ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন।'[১১] মুজাহিদ ﵀ থেকেও এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে, 'ভূমি হ্রাস পাওয়া মানে হলো আলিম ও ফকীহরা মারা যাওয়া।'

আরবি ভাষায় কোনো বস্তুর طرف বলা হয় তার সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ অংশকে।

মানুষের মাঝে যখন অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে তখন আপনি তার দুটি কারণই অনুসন্ধান করে পাবেন।

এক. আলিমদের শূন্যতা ও মৃত্যু। আল্লাহ বলেন,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

[৮] সুরা আম্বিয়া, ২১ : ৪৪।
[৯] সুরা রাদ, ১৩ : ৪১।
[১০] জামিউল বায়ান লিত-তাবারি, ৪০৮।
[১১] জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ৩০৫।

‘তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের ভূমিকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হ্রাস করে আনছি। আর আল্লাহ ফায়সালা করেন। তার ফায়সালাকে অতিক্রম করার কেউ নেই। আর তিনি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।’[১২]

উক্ত আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র এটিই।

দুই. আলিমদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের হৃদয় থেকে একবারেই ইলমকে ছিনিয়ে নেবেন না। কিন্তু তিনি আলিমদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন। তারপর যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদের নেতা বানাবে। তাদের প্রশ্ন করলে তারা ইলম ছাড়াই উত্তর দেবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করবে।’[১৩]

আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য যখন আলিমদের পাওয়া যায় না, তখনই অজ্ঞ লোকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আলিমদের দায়িত্ব মানুষকে কল্যাণের পথ দেখানো, অকল্যাণ থেকে সর্তক করা। জাতিকে যুগের পর যুগ নিরাপত্তার পথে পরিচালনা করা। তাই আল্লাহ তাদের মানুষের নিকট বিশ্বস্ত বানিয়েছেন। সকল সমস্যা ও জটিলতার সমাধান তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

فَسْـَٔلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

‘যদি তোমরা না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।’[১৪]

যখন মানুষের মাঝে ফিতনা, বিভেদ, শত্রুতা ও কপটতা ছড়িয়ে পড়বে তখন আল্লাহ তাদের আহলে ইলমের বুঝ ও সমাধান অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۚ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ

[১২] সুরা রাদ, ১৩ : ৪১।
[১৩] মুসলিম, ২৬৭৩।
[১৪] সুরা নাহল, ১৬ : ৪৩।

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَه مِنْهُمْ

‘যখন তাদের কাছে আসে নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোনো বিষয় তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। যদি তারা তা রাসূলের নিকট ও তাদের আলিমদের অর্পণ করতো তবে তাদের মাঝ থেকে যারা গবেষণা করতে পারে তারা তার বাস্তবতা বুঝতে পারতো।’[১৫]

সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে যারা আল্লাহর কালাম থেকে গবেষণা করতে পারে তারা হলো আলিম। আল্লাহ তাঁদের স্মরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করলেন। তাঁদের ইলম থেকে উপকৃত হতে বলেছেন। কারণ তাঁরা দূরদর্শিতার অধিকারী। তাঁরাই অধিক জ্ঞানী। তাই আল্লাহ তাদের দুনিয়ায়ই এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট দান করেছেন যা অন্য কাউকে দান করেননি।

ঠিক তেমনি তারা যদি কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে কিয়ামাত দিবসের আল্লাহ তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন করবেন।

কেউ যদি সঠিক কাজ করলে অনেক সাওয়াব পায় আর ভুল করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে সে সবসময় সঠিক কাজ করার চেষ্টাই করে। সবসময় সে সঠিক কাজ ও সিদ্ধান্তের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিভিন্ন উপায়ে সে সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রচেষ্টা অব্যহত রাখে। এজন্য আলিমগণ সবসময় সত্য ও সঠিক বিষয়ের নিকটবর্তী থাকেন। সত্য ও সঠিক বিষয়কে তারা সহজেই উপলব্ধি করেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের তারকার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। বলেছেন,

ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان يظل الهداة

‘পৃথিবীতে আলিমদের সাদৃশ্য হলো আকাশের তারকার মতো। জলে ও স্থলে তারকার মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়া যায়। আর যখন তারকা উদিত হয় না তখন পথপ্রদর্শকরাও পথ হারায়।’[১৬]

আরও স্পষ্টভাষায় রাসূল ﷺ বলেছেন,

انا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون

[১৫] সুরা নিসা, ৪ : ৮৩।
[১৬] মুসনাদু আহমাদ, ১৫৭।

‘আমি আমার সাহাবিদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যখন আমি চলে যাবে তখন আমার সাহাবিরা ওয়াদাকৃত বিষয়ের সম্মুখীন হবে। আর আমার সাহাবিরা উম্মাহর জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ। যখন আমার সাহাবিরা চলে যাবে, তখন উম্মাহ ওয়াদাকৃত বিষয়ের সম্মুখীন হবে।’[১৭]

উক্ত হাদিসে সাহাবীদের সত্য নয়, বরং ইলমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলিমদের মাঝে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

‘আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছে করেন তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।’[[১৮]]

তিনি আরও বলেন;

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة

‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’[[১৯]]

সুতরাং আলিমরা নবীদের উত্তরাধিকারী। তারা ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। যে তা গ্রহণ করেছে সে বিরাট অংশ লাভ করেছে। কারণ নবীরা দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তারা উত্তরাধিকারী বানান ইলমের। আর ইলম জগতে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

---

[১৭] মুসলিম, ২৫৩১।
[১৮] বুখারি, ৭১, মুসলিম ১০৩৮।
[১৯] মুসলিম, ২৬৯৯।